পুষ্পরেণু

শিলচর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র

শ্রীহর (নারায়ণ) সেন

প্রণীত।



তরপ, বানিয়া গ্রাম—"সেন লাইব্রেরী" হইতে

শ্রীরামকমল দত্ত, হেড পণ্ডিত

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হবিগঞ্জ

প্রথম সংস্করণ

১৩১৯ সাল

মূল্য দুই আনা

ভূমিকা।

লেখক বালক। মস্তিষ্কে যে কবিত্বের বীজ নিহিত আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রথম অঙ্কুর। অঙ্কুরে ফুল ফল থাকেনা বটে কিন্তু নবাঙ্কুরের কোমলত্ব মনোহারী।

এই প্রথম উচ্ছ্বাস। প্রথম উচ্ছ্বাস বাঁধ মানে না। দিক নির্ণয় করিয়াও চলিতে জানেনা, কিন্তু যে দিক দিয়া যায় "কুলে কুলে করে পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।"

বালকের হাতে রঙের বাক্স দিলে, প্রথমে রঙ ঢালিয়া হিজি বিজি আঁকে। কিন্তু রঙের চাকচিক্য থাকিলে সেই হিজি বিজিই বেশ লাগে। Stephens' Ink এর Sign Board এ কালি ঢালিয়া দিয়াছে। সেখানে ঢালা-কালি যেমন সুন্দর হইয়াছে, বোধহয় সাজান-কালি তেমন সুন্দর হইতনা। বিশৃঙ্খলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনেক সময় সুশৃঙ্খলার কৃত্রিম সৌন্দর্য্যকে দূরে সরাইয়া দেয়।

যশ কি অর্থলাভের প্রত্যাশায় লেখক এই কবিতা পুস্তকের প্রচার করিতেছেন না। শ্রীমান উৎসাহ, ততোধিক আশীর্ব্বাদের ভিখারী। বোধহয় গুণগ্রাহী মহোদয়গণ উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ দানে কৃপণতা করিবেন না। এইরূপ জিনিষই কালে হেম নবীনে পরিণত হইয়া থাকে।

১০ই শ্রাবণ
১৩১৯ বাং

শ্রীঅঘোর নাথ অধিকারী।
সুপারিনটেনডেণ্ট, নর্ম্মাল স্কুল,
শিলচর।

অশুদ্ধি শোধন।

তাড়াতাড়িতে প্রুফ দেখার গতিকে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থেও কয়েকটী ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহা শুদ্ধ করা গেল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	৪	তেমার	তোমার
১৯	২	কুলে	কোলে
৩০	৯	না হয়	হয় না
৩৪	১৪	নীনবে	নীরবে
৩৫	১৫	জুড়ে	জুড়ে

উৎসর্গ।

আমার

পরম গুরু

স্বর্গীয় পিতৃদেব

রাজনারায়ণ সেন মহাশয়ের

প্রাতঃস্মরণীয় নামে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম

গ্রন্থকার।

পুষ্পরেণু।

সুখের নীরে আবেগ ভরে
অনন্তে যাব ডুবিয়া ?
সংসার হ'তে বিদায় নিতে
হইবে কবে ?
বিদায় গানে কখন প্রাণে
জাগায়ে দিবে ?
দিনের আলো নিশার কালো
যেই দেশেতে পশেনা,
আমায় কিসে সেই সে দেশে
নিবে না ?

হৃদয় তলে জোয়ার এলে
উছলি,
ভাসায়ে নিবে কোথায় তবে
তখন মোরে বিকলি ?
আকাশ যবে গভীর রবে
ঢাকিবে মেঘে,
গঙ্গায় যবে বাণ আসিবে
প্রবল বেগে ;
সাগর সঙ্গে ঢেউ তরঙ্গে
গঙ্গা সাগর বলিয়া,

পুষ্পরেণু।

যাত্রীরা কবে ছুটিয়া যাবে
ধাইয়া ?
অনন্তে যবে মিশিয়া যাবে
আসিয়া,
তখন আমি আসিব নামি
তোমার জলে ছুটিয়া,
বিলীন হব কোথায় যাব
সাগর জলে,
সকল কথা মনের ব্যথা
যাইব ভুলে;
জীবন নদি ! কখনো যদি
সুযোগ আসে ঘটিয়া,
তোমার জলে আসবো বলে
ছুটিয়া।

পাগলের গান।

পাগল তারা সংসারে,
আমার পানে চাহিয়া যারা
পাগল বলে আমারে।
জগত ভরা আমার চোখে,
রোজই সবে পাগল দেখে,
শুধু আমায় বলে সকলে;
আমার আছে কেমন ধারা,
পাগল মোরে বলছে তারা,
পাগল করে পাগলে।

পাগলামিটে আমার যত,
সবার কিন্তু রয়েছে তত,
বুঝিয়া দেখে ক'জনে;
নিজের কথা বোঝেনা কেহ,
না দেখে খুঁজে নিজের দেহ,
সবাই রাখে গোপনে।
পাগল ভরা জগত জুড়ে,
পাগল বলে পাগল কারে,
পাগলে দেশ পেয়েছে;

পুষ্পরেণু।

আমি যেমন তুমি তেমন,
তাঁহার কাছে সবি এমন,
পাগল সাজা হয়েছে।
ওগো কে তুমি দিছ পাগলখানা,
পাগল সবে বাঁধ মানে না,
শিকল ফেলে ছিড়িয়া;
সবার মাথা বিগড়ে গেছে,
জগত জুড়ে পাগল সেজে,
সবারে দিছ ছাড়িয়া।

তীর্থযাত্রা।

ওগো আমায় কেহ রেখো না টেনে,
আমি চলিয়া যাইব মহাযাত্রা ক'রে,
জীবনের মহা তীর্থ পানে।
মায়াজাল থেকে বেরিয়ে পড়েছি,
কতকাল ভরে মরমে পুড়েছি,
আর না পুড়িব মনে ক'রে।

পুষ্পরেণু।

বাঁধন ছিঁড়েছি থাকিব না আর,
পরাণ উতলা হয়েছে আমার,
এসেছি সবার আমি দ্বারে।
চিরতরে মোরে দাও গো বিদায়,
নিবেদন করি তোমাদের পায়,
যেতে হবে আর বাকী নাই;
অনন্তের টান পড়েছে গো এসে,
কেমন করিয়া থাকিব গো বসে,
এখনি চলিতে আমি চাই।

এখন আমায় সকলে মিলিয়া,
বিদায় দাও গো হাসিয়া হাসিয়া,
হেসে হেসে চলে আমি যাব;
হাসি মুখে আমি বিষাদের রেখা,
দেখিতে কখনো পারিব না আঁকা,
যখনি বিদায় আমি নিব।

অতিথি।

যদি এসেছ ওগো এসেছ
অতিথি বেশে,
তবে যেয়োনা ফিরে যেয়োনা
ঘরে না এসে।
দুয়ার আমি রেখেছি খোলা,
তোমারি তরে দেইনি তালা,
এস তুমি নীরব চরণে
নীরব ঘরে।
দাঁড়ায়ে আছি আকুল মনে
তোমারি তরে।

গালিচা পেতে রেখেছি ঘরে,
বস গো এসে।
হৃদয়-রাজ্যে করিব রাণী
এস গো হেসে।
হৃদয় সভা জুড়িয়া তুমি,
থাকিয়ো হেথা দিবস যামী,
শূন্য করিয়া গৃহ আমার
যেয়োনা ফিরে।

পুষ্পরেণু।

আকুল প্রাণে বাসনা মোর
চরণ ঘিরে।

যদি রবে না তিথির বেশী
কেন গো এলে ?
যদি পরাণ কাড়িয়া শেষে
যাইবে ভুলে।
কেন অতিথি সাজিয়ে এসে,
কেন যাতনা বাড়ায়ে শেষে,
হৃদয় হতে ক্ষণিক পরে
চলিয়ে যাবে ?
কেন নিবানো আগুণ জ্বেলে
যাতনা বাড়ায়ে দিবে ?
সে যে না আসাতে ভালো ছিল
ইহার চেয়ে।
সে যে না দেখাতে ভালো ছিল
দেখার চেয়ে।
ক্ষণতরে কেন দেখাদেখি,
ক্ষণতরে কেন চোখাচোখি,
আবার বিরহ কেন তবে
অতিথি বেশে ?

পুষ্পরেণু।

নিরিবিলি কেন কথা কহ

মুচ্‌কি হেসে ?

পোষাপাখী।

এখন সেজেছে সে পোষাপাখী,

আগে ছিল বনে বনের পাখী।

সে বেড়াত আগে কত অনুরাগে

আপন মনে।

সে গাহিত কত মধুর সঙ্গীত

সপ্তমতানে।

তখন তার ছিল কত বল,

খাইত কত সুরসাল ফল।

সদানন্দ বলে করিত গরব

কতই হেসে।

উড়িয়া বেড়াত সুনীল আকাশে

দিনের শেষে।

এখন তার হয়েছে কি দশা,

সোণার খাঁচায় করেছে বাসা।

পুষ্পরেণু।

আমরা বলি সে আছে খুব সুখে
মনের সুখে।
বনেতে বেড়াত রোদে তাতে ঝড়ে
কতই দুখে।

কিন্তু তার মনে আগুণ জ্বলে,
রয়েছে হেথা সঙ্গিদের ফেলে।
ফেলে আপনার সোণার সংসার
কয়েদ হয়ে।
পরাধীন বেশে দাঁড়ায়ে রয়েছে
পরের পায়ে।

আগেকার তার কিছুই নাই,
গিয়েছে সকলি হয়েছে ছাই।
থামিয়ে গিয়েছে বীণার ঝঙ্কার
কিছুই নাই।
নয়নের ধারা বহে দিবা নিশি
দেখিতে পাই।

সে হৃদয় খাঁচার পোষাপাখী,
ডেকে কহে ভাই বনের পাখি!
তোমার আমার দেখ একি দশা
খাঁচায় থাকা।

পুষ্পরেণু।

পরের খাইয়া পরের আশ্রয়ে
জীবন রাখা।

তুমি ছিলে সেই নিবিড় বনে,
আমি ছিনু সেই অনন্ত সনে।

এখন উভয়ে খাঁচার ভিতর
পড়েছি বাঁধা।

আপন আপন সকলি ভুলিয়া
রয়েছি সদা।

ভাঙিবে যখন জানিবে খাঁচা,
তখনি দোঁহার হইল বাঁচা।

তুমি যাবে উড়ে নিবিড় কাননে
আপন মনে।

* আমি যাব চলে মিশিব বলিয়া
অনন্ত সনে।

কাটাও কদিন অমন ক'রে,
কপালের সুখ পাইবে পরে।

জীবন না যায় এক ভাবে সদা
কেবলি দুখে।

সূর্য্যে নাহি রাখে চিরতরে কভু
ঢাকিয়া মেঘে।

ধারে।

এবার আর দিব না ধারে,
সে ঠকায়েছে অনেক বারে।
আগেকার পাওনা চুকায়ে নিয়ে
দিতে হলে দিব পরে।

দোকানে জিনিস ভালো যত ছিল,
রোজ এসে পড়ে সবি নিয়ে গেল।
সরল পরাণে দিয়েছিনু বলে
ফকীর করেছে মোরে।

দোকান হয়েছে মোর খালি,
সবি আছে আমি শুধু বলি।
ক্রেতা আসে যদি জিনিস কিনিতে
দুয়ার লাগায়ে ফেলি।
খানিক দাঁড়ায়ে ডাকে তারা কত,
আমি ব'সে থাকি হয়ে থতমত।
নীরব ভাষায় কত কিছু কই
তারা পুন যায় চলি।
সবি তুমি নিয়ে গেলে ধারে,
যা ছিল মম দোকান ঘরে।

পুষ্পরেণু।

ষোল আনা মোর নিয়েছ বুঝিয়া
কড়াও দেওনি মোরে।
সবিত নিয়েছ আর কিবা পাবে,
দোকান ঘরটী নিতে হলে নিবে।
নিতে চাও যদি নিয়ে যাও তবে,
সমূলে নীলাম করে;
এবার দিব না ধারে।

প্রাণে টান।

তুমি অমন ক'রে টেনোনা
হৃদয় ডোরে।
তুমি অমন ক'রে গেয়োনা
করুণ সুরে।
আমি আপন হারা তোমাতে,
ভুলে কোন মুগ্ধ শোভাতে,
খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত প্রভাতে
মন্ত্র ঘোরে।
তুমি অমন ক'রে দিবে কি
পাগল করে?

পুষ্পরেণু।

যদি পরাণ কাড়িয়া নিবে
এস গো তবে।
কেন মিছে প্রতারণা করা
থেকে নীরবে?
নীরব ভাষা যাক ফুটিয়া;
পরাণ খুলে কথা কহিয়া,
আবেগ ভরা চোখে চাহিয়া
জীবন সঁপে।
যদি পরাণ কাড়িয়ে নিবে
এস গো তবে।

তুমি আমার গলার সুরে
গাহিয়ো গান।
তুমি আমার বাঁশীর তানে
ধরিয়ো তান।
আমার সনে গাহিয়ো মিলে,
বসিয়ে সেই অশোকতলে,
স্তব্ধ প্রকৃতি বিরলে
আপন মনে।
পরাণ মাতাবে উভয়ের
অমন গানে।

পুষ্পরেণু ।

যদি টানিতে পারো টানিয়ো
গায়ের জোরে ।
ফাঁকা টানে হবেনাকো কিছু
অমন ক’রে ।
জোর চাই টানিতে হইলে,
প্রাণ চাই প্রাণ নিতে হলে,
দিতে চাই কিছু নিতে হলে
পকেট্ খুলে ।
মরিতে শিখিতে হয় আগে
মারিতে হলে ।

আত্মহারা ।

ওগো কোন সুরে !
বাজে তোমার উদাস গীতি
জগত জুড়ে ?
তেমার গানে আমায় কেন
পাগল করে ?
তোমার বাঁশী পরাণ কেন
নেয় কেড়ে ?

পুষ্পরেণু।

করিলে মোরে অমন করে
উদাসী।
ঘরের কোণে আসিয়ে কেনে
বাজায় সুর তোর বাঁশী?
অমন টানে দিবে কি প্রাণে
পাগল করে?
দিবে কি ছিঁড়ে আবার পরে
জীবন ডোরে?

তুমি জাগায়ে তোল মোরে,
গভীর রাতে যখন আমি
থাকি ঘুমের ঘোরে।
অমনি উঠি পাছেতে ছুটি
তোমার খোঁজে,
থাকি কি আমি গাহিলে তুমি
আমার মাঝে!

আপন মনে নিবিড় বনে
বসিয়া,
যখন ভাবি তোমার ছবি
মনে মনে ডাকিয়া;

তখন যেন পরাণ কেন
কোন দেশে যায় চলিয়া,
একলা মোরে ঘুমের ঘোরে
ফেলিয়া ।

হৃদয়ের জিজ্ঞাসা ।

আমার মাঝে বাজিবে কবে
তোমার যশোগান ?
সঁপিয়ে দিব তোমায় কবে
আমার মন প্রাণ ?

কখন আমি আপন হারা
তোমায় খুঁজে সারা ?
তোমায় কবে আকুল প্রাণে
খুঁজবো জগৎ ভরা ?

অহঙ্কার সে কখন যাবে
তোমার পদতলে ?
পূজবো কবে রাঙাচরণ
নানানজাতি ফুলে ?

পুষ্পরেণু।

আঁধার হৃদে কখন তুমি
আলোক দেবে ঢেলে ?
দেখবো কবে তোমার ছবি
নয়ন দুটি তুলে ?

জীবন-কুঞ্জে দিব্য আলোক
উঠ্‌বে কবে ফুটে ?
কখন আমি চরণ ঘিরে
পড়বো এসে লুটে ?

রুদ্ধ দুয়ার খুলবে কবে
উঠবে হৃদি নেচে ?
আবেগ ভরা ভাষা কখন
বলবে এসে কাছে ?

জীবনের সে মধুর দিন
আসবে কি গো কবে ?
ডাকতে আমি পারবো কিগো
তোমায় কলরবে ?

অমন যদি হয় কখনো
ভাগ্যে আমার ঘোটে,

পুষ্পরেণু।

মিলবে শান্তি পরমানন্দে
বসবো কুলে ছুটে।

অমন কোলে স্থান পেলে কি
শোকের ছায়া থাকে !
অমন সুধা পান করিলে
আর কি ক্ষুধা থাকে !

পূর্ব্বস্মৃতি।

সে বেড়াত আমার হৃদয় রাজ্যে
পরীর মত সেজে।
সে গাহিত কেমন মধুর গীতি
উঠত প্রাণে বেজে।
তারে দিবা রাতি পূজা ক'রে
আল্‌তা মাখা চরণ ঘিরে,
রাখতাম মনে মনে।
ভালবাসার সিংহাসনে বসিয়েছিলাম
প্রাণের উদার টানে।

সে মনের মধ্যে ভাবতো যাহা,
আমার কাণে বাজতো এসে,

পুষ্পরেণু।

সে হৃদয় খুলে বলতো কখন
কতই মধু কতই হেসে।

সে সাজতো যখন ফুলের সাজে,
থাকতাম আমি আপন কাজে,
শুধু তারে রেখে,—চোখে চোখে।
কত স্বর্গের মত ভালবাসা
ভেসে উঠত আমার বুকে।

সে ছাড়া আর মনের ভিতর
আমার ব'লে কিছু ছিল না।
জেগে থাকতাম গভীর রাতে
ঘুমতো আমার আসতো না।
স্বপ্ন যদি মোর হতো কখন
তন্দ্রা আসতো চোখে;
অম্নি তখন জেগে উঠতাম
মধুর ছবি দেখে।
জীবন আমার নেচে উঠত
মিলতো চারি চোখে।
ডুবিয়া যেতাম সুখের নীরে
স্বপন যেত টুটে।

পুষ্পরেণু।

হৃদয় আমার ভরিয়া যেত
সোণার পদ্ম ফুটে।

সে অনেক দিনের কথা
পূর্ব্বস্মৃতি জাগে।
ভালবাসা ঢাকিয়া গেছে
জন্মান্তরীণ মেঘে।
সে এখন আর বেড়ায়নাকো
আমার হৃদি মাঝে।
মধুর সঙ্গীত উঠেনাকো
আমার প্রাণে বেজে।
শুধু স্মৃতিটুকু মনে আসে
ছায়ার মত সেজে।

প্রতীক্ষা।

অনেক দিন হলো চেয়ে আছি আমি
পথের পানে।
এলে ক'ই তুমি বসে আছি হেথা
আকুল মনে।

পুষ্পরেণু।

মালা গেঁথেছিনু ডালা ভরা ফুলে,
তোমারি গলায় পরাইব ব'লে,
আসিলে না তুমি মালা মোর হায় !
শুকায়ে গেছে।
দিতেছ যাতনা আর কত দিবে
বাকী কি আছে ?
থাক্ থাক্ সেই ছল প্রতারণা
আর কি পাবে ?
শুকাইয়া গেলে কুসুমের মধু
আর কি নিবে ?
বসন্ত হাওয়া লাগে এসে গায়,
কানন কান্তারে কত পাখী গায়,
নানান রঙের নানা ফুল ফোটে
বনে বাগানে।
সৌরভ উচ্ছাস ছোটে চলে এসে
লাগে পরাণে।
সকলি রয়েছে তুমি কেন সখা
গিয়েছ চলে।
পাছে পাছে ডাকি ফিরে নাহি চাও
নয়ন তুলে।

পুষ্পরেণু।

বাদলের ধারা ঝরে আঁখি কোণে,
কিছু নাহি জানি তুমি কোনখানে,
ভুলিয়ে কি গেলে দুদিনের মাঝে
যাতনা দিতে ?
তাই যদি হবে কেন এসেছিলে
পরাণ নিতে ?

দিবারাতি মোর ঘুম নেই চোখে
তোমারি তরে।
সুখের জিনিস যত কিছু ছিল
নিয়েছ কেড়ে।
রাখো নাই কিছু সকলি নিয়েছ,
দিবার যা ছিল কোথায় দিয়েছ,
দিবে দিবে ব'লে ফাঁকি দিয়ে আসা
কথার জোরে।
অমন করিয়া সাজায়েছ মোরে
কাঙাল ক'রে।

আশার ছলনে আর কত দিন
বসিয়া থাকা ?
জীবনে কি আর তব সনে কভু
হবে না দেখা ?

নাহি হয় যদি খুলে বল সখা,
পরাণের কথা রেখোনাক ঢাকা,
জ্বালায়োনা আর নিবানো আগুণে
দ্বিগুণ ক'রে।
আশার কুহকে আর দিয়োনাকো
পাগল ক'রে।

মাতৃস্মৃতি।

মা আমার গেছে চলে।
একাকী এখানে বিজন বিপিনে
আমারে গিয়েছে ফেলে।
ঘুচে গেছে মোর মা বলিয়া ডাকা,
যতদিন আর এথা হবে থাকা,
এ ডাকেতে আর ডাকিব না।
জীবনের সেই প্রথম দিবসে
জীবনের সেই তরুণ বয়সে
মা কথাটী আর বলিব না।
যে দিনে চলিয়া গেছিলে মা তুমি,
চারিধারে কালো দেখেছিনু আমি,
শৈশবের সে ঘোর আঁধারে।

পুষ্পরেণু।

পরাণ আমার কেঁদে উঠেছিল,
বাদলের ধারা চোখে বহেছিল,
সে শোকে ভাসিনু হাহাকারে।
চলে গেছো বলে যাইনি ভুলিয়া,
মধুমাখা স্মৃতি রয়েছে জাগিয়া.
দিন রাত সদা হৃদি কোণে।
স্বরগের সেই কত সুধামাখা,
মূরতি তোমার রহিয়াছে আঁকা,
সোণার জলেতে মোর প্রাণে।
তুমি আছো বলে কভু মনে লয়,
স্বপনে যখনি নিশীথ সময়,
তোমার মূরতি মনে আসে।
'মা' 'মা' ব'লে ডাকি তুমি যেন চাও,
স্নেহের আবেশে কত কথা কও,
চরণ যেন গো চোখে ভাসে।
ভেঙে যায় যবে সোণার স্বপন.
তুমি চলে যাও কোথায় তখন,
কাঁদায়ে আকুল ক'রে মোরে।
ডেকে ডেকে সারা খুঁজি চারিধারো.
কোথা গেছ' তুমি জানা নাই কারো,

পুষ্পরেণু।

আমি ফিরি শুধু ঘুরে ঘুরে।
আবার কখনো হবে কিগো দেখা,
মা বলিয়া পুন হবে কিগো ডাকা,
আমিও আসিলে তব পথে ?
তখন কি কোলে নিবে গো জননি !
শুনিব কি তব সুধামাখা বাণী !
মিলিতে আসিলে তব সাথে ?

অপরিচিতা।

তোমায় যেন গো দেখিনি কখনো
আবার যেন বা দেখেছি।
চোখের পলকে জানিনে সে কবে
দূরবন থেকে লখেছি।
সে বার বসন্তে কোন্ কুঞ্জবনে,
জীবনের আহা কোন্ শুভদিনে,
কার প্রেরণায় কি মঙ্গল-গানে
চেয়েছি।
আধ আধ ছবি আজো যেন মনে
চোখে চোখে ক'রে রেখেছি

পুষ্পরেণু।

সে'ত ক্ষণিকের মত দেখা শোনা,
কারো সনে কারো নাই জানা শোনা,
চোখে চোখে শুধু চাহনি।
তবুও চিনেছি প্রথমেই দেখে
তুমি কিন্তু মোরে চিননি;
ভুলে গেছ ব'লে জেনো—আমি
ভুলিনি।

অপরিচিত ব'লে যেয়োনা চলিয়া,
দেখা নাই বলে যেয়োনা ভুলিয়া,
দয়া ক'রে যদি এসেছ।
প্রেমের আলোকে হৃদয় উজলি
যদি এসে দেখা দিয়েছ।

আমার বারতা তোমারে জানাব
কেমনে?
কোন ভাষা ব'লে কোন্ গান গেয়ে
রেখেছি যে সব পরাণে?
জানিনে তেমন কোন গান ভাষা,

পুষ্পরেণু ।

অন্তরে জাগিছে শুধুই পিয়াসা,
নিবারিব তায় কি ব'লে ?
ছুটিব কোথায় কোন দিক্‌পানে
কোন্ সে সাগরের জলে ?

সে দিন ।

আকাশ সে দিন ঘিরেছিল,
সোণার বরণ মেঘে ।
নদী সেদিন বহিয়েছিল
উছল স্রোতের বেগে

বাতাস সে দিন বহেছিল
কেমন মধুর রবে ।
পাখীরা কেমন গেয়েছিল
মধুর কলরবে ।
সে দিন আমি ঘরের কোণে
বসিয়ে আপন মনে,
গেয়েছিলাম সপ্তমে গান
বীণার তানের সনে ।

পুষ্পরেণু।

হৃদয় আমার ভরেছিল
আনন্দের মহা রোলে।
জীবন আমার নেচেছিল
সুখ তরঙ্গের জলে।

ঢেউয়ের মত এসেছিল
সে দিন আমার মনে,
সুখের আশা ভোগ বাসনা
মাতায়ে আমার প্রাণে।

আমার সে দিন চ'লে গেছে
একেবা'রে চিরতরে।
সোণার স্বপন ভেঙ্গে গেছে
আমি কাঁদি হাহাকরে।

সে দিনের সেই সরলতা
আর কি আমায় ঘিরে!
সে দিনের সেই কোলাহলে
আর কি আমায় ধারে!
আমার মাঝে আমিই আছি
তারা সবে গেছে ফেলে।

পুষ্পরেণু।

হয়েছি আমি কেমন ধারা
সে দিন যে গেছে চলে
শৈশবের সেই মধু মাখা
স্মৃতির লহরী যত,
ভেসে আসে আমাতে যখন
বরষা স্রোতের মত,
কোথা যেন চলে যাই আমি
আপনারে যাই ভুলে
মনে যেন না হয় তখন
সে দিন যে গেছে চলে

পথচাওয়া।

সারা দিন ধরে ব'সে আছি
একেলা।
এ'লে কই? আসিবে কি আর
এবেলা?
আস বলে কথার সে কথা,
দিন দিন বাড়িতেছে ব্যথা,

পুষ্পরেণু।

শুধু পরাণে দিতেছ কেন
যাতনা ?
অনেক সহেছি প্রাণে, আর
সহেনা।

অমন করে পথ চাওয়া
বসিয়া।
নয়ন জলে দিবস যামী
ভাসিয়া।
নিঠুর হৃদি তবু গলেনা,
পরাণ তব মোরে চাহেনা,
আমি উদাস পরাণে ঘুরি
কাঁদিয়া।
কত কাল জ্বালাবে অমন
করিয়া।

চেয়ে চেয়ে দিন চ'লে যায়
বহিয়া,
ফুটাফুল বাসি হয়ে পড়ে
ঝরিয়া।

পুষ্পরেণু।

অলি আয়িলনা মধু পানে,
ফুলের খবর মনে জেনে,
কার দোষে শুকাইল মধু
অমনি ?
তুমি কি বলিবে মুখে আমি
কি জানি ?
বহিছে দখিণে হুহু করে
হাওয়া,
অমন দিনে বসিয়ে পথ
চাওয়া ;
কলরবে কত গায় পাখী,
জগৎ গলার সুরে ঢাকি,
শুধু নীরবে আমি গো কেন
বসিয়া ?
জুড়াবেনা কখনো কি আর
আসিয়া ?

দূরবনে যে বাঁশী বাজিত
ধ্বনিয়া,

পুষ্পরেণু।

এ পরাণ যে সুরে লইত
কাড়িয়া ;
বেজে আর ওঠেনা সে সুর,
একে একে হয়েগেছে দূর,
এবে মোর সকলি গিয়েছে
চলিয়া।
বসে আছি শুধু পথ পানে
চাহিয়া।

স্বপ্ন।

সে অনেক দিনের কথা তোমার সনে দেখা
বসন্তের কোন কুঞ্জ কাননে।
তোমাতে আমাতে কভু,নাহি দেখা শোনা
কারো কথা কেহ শুনিনি কানে।
আ'জো মনে ভাসে কেন, আধ আধ ছবি
আজো কেন জাগে আমার মনে ?
আজো কেন তব সেই ফুল্ল মুখখানি
চেয়ে আছে যেন প্রাণের টানে।

পুষ্পরেণু।

তুমি এয়েছিলে সখি, ডালা হাতে ক'রে
সবি ফুল তুলে চলিয়ে গেলে।
আমি থমকি দাঁড়ায়ে চকিতে চাহিয়ে
ফুল তুলিবারে গেছিনু ভুলে।
তুমি গেঁথেছিলে মালা পরেছিলে গলে
সেজেছিলে আহা ফুলের রাণী।
তুমি কানন উজলি রূপের ছটায়
কোথা চলে গেলে কিছু না জানি
তার পরে আমি, আরো কত দিন
খুঁজিলাম সেই কুঞ্জকাননে।
আর না হইল সখি, দেখা তব সনে
কোনখানে আছো কিছু জানিনে।
স্বপনের দেখা শোনা তোমাতে আমাতে
চোখাচোখি শুধু নীনবে থেকে।
জন্মান্তরে যদি কভু, এই কুঞ্জ বনে
হয় দেখাদেখি দোহার চোখে।
খুলে যাবে তবে প্রাণের দুয়ার
দুজনের কথা দুজনে ক'ব।
শ্যামল নিকুঞ্জে পুন খেলিবো উভয়ে।
কুসুমের মালা পরায়ে দিব।

আঁধারে।

আলো আমার নিবিয়ে গেছে
এবার আমি আঁধারে,
নিজের মাঝে লুকানো থেকে
জানিনে খুঁজি কাহারে।
আলোতে আর হবেনা আসা!
মুখ ফুটিয়ে সরেনা ভাষা!
অন্ধকারেই ডুবিয়ে আছি
কোথায় কোন গহনে!
অলস দেহে আঁধার লেগে
দাগ ধরেছে পরাণে!

ওগো! সূর্য্য উঠে চন্দ্র উঠে
কোথাকার সে গগণে!
ঢেউ খেলিছে ছায়ার সনে
কোথায় নীল জীবনে!
জগত জুড়ে আলোক ভরা,
ছুট্‌ছে দেখ আলোরধারা,
খেল্‌ছে সবে কতই খেলা
আমিই শুধু আঁধারে।

পুষ্পরেণু।

সবার পানে চাহিয়া কাঁদি
তাকায় কেবা আমারে !

বাগানে মোর মুকুলরাশি
অফুট পড়ে ঝরিয়া,
সৌরভে আর আকুল করে
নেয়না প্রাণে কাড়িয়া।

আসেনা অলি প্রাণের টানে,
মাতাইয়ে সবে গানে গানে,
নীরব বীণার তালে তালে
সবাই আছে বাহিরে।

খোঁজ জেনেছে এখন আমি
রয়েছি কালো আঁধারে।

আঁধার কিগো যাবে না সরে
দিবেনা বাতি জ্বালায়ে ?
আলো কি আর আমার মাঝে
দিবেনা কভু ফুটায়ে ?
হৃদয়রাজ্যে আলোক ঢেলে,
তুলিয়ে নিও তোমার কোলে,

পুষ্পরেণু।

আঁধারে আর দিওনা ছেড়ে
দাগ লাগায়ে পরাণে।
আলো আঁধার সব সময়ে
রেখো তোমার চরণে

মিলন।

সে নীরব নিশায় ঘুমাইতেছিল
সোণার মন্দিরে পড়ে।
সে গিয়েছিল যেন কোন দেশে চলে
সোণার স্বপন ঘোরে।
সে দেখিল চাহিয়া আসিয়াছে যেন
অজানা অচিন পুরে।
সে আপনার জনে ডাকিতে লাগিল
খুঁজে না পাইল কারে।
সে খাটের উপর বসিল উঠিয়া
চারিধারে দেখে চেয়ে,
সে আসিয়া পড়েছে বুঝেছিল যেন
কোন এক পাড়াগাঁয়ে।

পুষ্পরেণু।

সে ভাবে মনে মনে কেমন করিয়া
সেখানে গেছিল চ'লে।
সে কিছু নাহি জানে কখন আসিল
সোণার মন্দির ফেলে।
কে যেন দেবতা ডেকেছিল তারে
সহসা বাজিল কাণে।
কে যেন আসিয়া তার অপেক্ষায়
দাঁড়ায়ে আছিল কোণে।
সে চাহিল ফিরিয়া চকিতনয়নে
দেখিল কাহারে পিছে;
নয়নের কোণে কি আলোক ভরে
হরষে দাঁড়ায়ে আছে।
বিনাসূতে গাঁথা সোণার ফুলেতে
মালা তার ছিল হাতে।
অমনি ছুটিল পরাণের টানে
গলাতে পরায়ে দিতে।
সে কহিল তাহারে কি ভাষার সুরে
এত যদি ছিল মনে,
কেন নিরদয় অমন করিয়া
দেখা দিলে এতদিনে?

করিলে উদাসী বাজায়ে বাঁশরী
গেলাম শুনিতে যবে;
আমাকে দেখিয়া ছলনা চাতুরী
রহিলে নীরব রবে।
সরিলনা আর কঠিন রসনা
প্রেমাশ্রু নয়নে ঝরে,
দোঁহারে দোঁহায় দুবাহু বাড়ায়ে
আবেগে জড়ায়ে ধরে।
অমনি করিয়া সে নীরব রাতে
বাজিল মিলন গান,
অমনি করিয়া জুড়ায়ে গেছিল
তাদের কোমল প্রাণ।

সমাপ্ত।

শিলচর এরিয়েন প্রেসে শ্রীনীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।